বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ নিয়োগ বিষয়ক সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ থেকে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন নিয়োগের বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে ২৯ জানুয়ারি সোমবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় (জাপানের স্থানীয় সময়) একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (Memorandam of Cooperation)। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি বাংলাদেশের পক্ষে এবং জাপানের হেলথ, লেবার ও ওয়েলফেয়ার মন্ত্রণালয়ের পলিসি-সমন্বয় বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার জিনিচি মিয়ানো (JINICHI MIYANO), বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ভাইস মিনিস্টার হিরোমু কুরোকাওয়া (HIROMU KUROKAWA) এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কন্সুলার বিষয়ক ব্যুরোর মহা-পরিচালক কোইচি আইবোশি (KOICHI AOBOSHI) এই সহযোগিতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ও জাপান সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। টেকনিক্যাল ইন্টার্ন নিয়োগে সপ্তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাপানের সাথে এই স্মারক সই করে।

সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরকালে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, এই স্মারক জাপানের ৭৭টি পেশার ১৩৭ টি কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও আধা-দক্ষ টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের জাপানি কাজে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জন করতে পারবে। তারা জাপানে তিন থেকে পাঁচ বছর কাজ করার সুযোগ পাবে। ভারপ্রাপ্ত সচিব আরও বলেন, কাজ শেষে তারা দেশে ফিরে জাপানি প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারবেন। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে। কন্সট্রাকশন, মেনুফ্যাকচারিং, গার্মেন্টস, কৃষি, ফুড প্রসেসিং এবং কেয়ার গিভিং খাতে জাপানের জনবলের অভাব রয়েছে। ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশে দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীর প্রাচুর্যতা রয়েছে তাই এই সুযোগকে আমরা গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারি।

সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের পাশাপাশি দু'পক্ষের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মানবসম্পদ উন্নয়নে দু'দেশের পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়য়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি জাপানের অর্গানাইজেশন ফর টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেনিং (ও.টি.আই.টি) এর প্রেসিডেন্ট ইয়োসিহো সুজুকি'র (YOSHIO SUZUKI) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ ট্রেনিং কার্যক্রম সহজ করা ও বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন নিয়ে মত বিনিময় করেন।